প্রথম প্রকাশ : বুদ্ধপূর্ণিমা ১৯৫৯

প্রকাশনা : রুদ্রলোক প্রকাশন
জীবনবীমা নগর, মধ্যমগ্রাম
চব্বিশ পরগণা (উত্তর)
৭৪৩২৭৫

মুদ্রণ : নির্মলকৃষ্ণ পাল
নির্মল মুদ্রণ
৮, ব্রজদুলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

অন্নদাশঙ্কর রায়-কে

শ্রদ্ধাসহ

মুখবন্ধ

কিশোর-মনের উৎস-সন্ধানী কিছু ছড়া এবং নবীন মনের দিগন্ত-দিশারী কিছু কবিতা একত্র করে প্রকাশিত হ'ল 'হ্রস্ব-দীর্ঘ'। সমাজের কিছু কিছু 'কুঁজ' এবং 'গলগণ্ড' এইসব কবিতায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি 'বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত বায়ুস্রোতে ভাসমান' চলন্তিকা জগতের ধারাবাহিকতা-সন্নিবিষ্ট এইসব ছড়া পাঠকমনের বৌদ্ধিক দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে 'মহৎ উদ্দেশ্য সাধন' করবে।

সূচীপত্র

চুনি কোটালের মৃত্যু

যারে চুনি, যারে চুনি, যারে তুই দূর বনে ;
সাপ-কোপ আর কাঁচা মাংস খাস জ্ঞাতি সনে !

আয়রে চুনি, আয়রে চুনি, আয়রে মা এই কোলে ;
লেখাপড়া শিখে তবু ঠাঁই নেই লোধা বলে !

যারে চুনি, যারে চুনি, জংলী মেয়ের জাত ;
কোন্ সাহসে শেলেট নিয়ে রাখিস হেথা পাত !

আয়রে চুনি, আয়রে চুনি, আয় তোরা সকলে ;
মাদল সাথে মহুয়া-নাচ ধিতান ধিতান বোলে !

যারে চুনি, যারে চুনি, আলকাতরা রমণী ;
থাকবি যদি থাক না হেথা হয়ে চাকরাণী !

আয়রে চুনি, আয়রে চুনি, বুকের মানিক ধন ;
তোকে নিয়ে হেথা মোদের কত আয়োজন !

যারে চুনি, যারে চুনি, একন্ম তোর নয় ;
তপশিল শিক্ষা নয় তোর ভদ্র পরিচয় !

আয়রে চুনি আয়রে চুনি, আয় আমাদের ঘরে ;
ঘরের মেয়ে ঘরে থাক্ তুই যাসনে পরের দোরে !

মজার ব্যাপার

চুপিচুপি কুলের আচার চাটছি হাতের তালু,
দৌড়ে এসে তুমি মাগো বললে আমায়, 'কালু,
বলছি না তুই খাবি নাকো আমায় বলে বিনা,
তোর বর্ণ-পরিচয়ে সেটা লেখা আছে কি না?'

'না বলে, মা, কাকরা যখন তোমার খাবার খায়,
তখন তোমার বারণ, মাগো কোথায় চলে যায়?
ওটা যদি চুরি নয় তো, এটা হবে কেন,
কেন, মাগো, এমন তরো বলো এমন হেন?'

মা হেসে কয়, 'পাখি আর তুই হলি কবে এক?
কাক থাকে আকাশে, তুই আমার কোলে ছাখ!
পাখিরা সব উড়ে বেড়ায় পাখায় ভর করে,
দু' পায়ে তুই হেঁটে চলিস সবুজ মাটির 'পরে।'

'তুমি কিছু দিলে সে তো ঠিকই ভালো লাগে,
লুকিয়ে খাবার মজা, মাগো, কিন্তু সবার আগে!
না বলে যে খাবার মজা বুঝবে তুমি নাকো;
বুঝবে না সে-মজার ব্যাপার বুঝবে নাতো, মাগো!'

প্রশ্নোত্তর

'মাগো, বলো ভূত তুমি দেখেছো কখনো ?'
মা বলে, 'বাছা, তুমি যেমনটি শোনো।'
'রোজ তুমি তবে যে ভূতের কথা বলো ?'
'তোর বাবাই তো ভূত মুখস্থ করালো।'
বাবাকে শুধায় মেয়ে, 'বল ভূত আছে ?'
'শুনেছি বাবার মুখে, 'আছে গাব গাছে।'
'আঃ বলো, চোখে কি দেখেছো কোনো দিন ?'
'বলিস কী, শুনেই তো পরাণ উড্ডীন !'
বলে ঠাকুদ্দাকে গিয়ে, 'কই ভূত কোথা ?'
'আছে তাল, নিম, গাব গাছে ওই হোথা।'
'ছুচ্ছাই, দেখেছো বল কভু নিজ চোখে ?'
'বাপরে, তিনসন্ধ্যে তুই বলিস কী যে !
যে দেখে সে কাঠ হয়ে যায় সেইক্ষণে,
বিকট ভীষণ রূপে হারায় প্রাণ ধনে !'

বনমাঝে ছুটে গেল ছোট্ট সেই মেয়ে,
দাদু, বাবা ত্বরা করি লয় পিছু ধেয়ে।
তিন সন্ধ্যাক্ষণে মেয়ে ওঠে গাব গাছে,
পরমাদ গুণে সবে ঘটে কিছু পাছে।
গাব গাছ ডালে উঠি বলে মেয়ে তবে,
'ভূত ভায়া, কোথা তুমি দেখি মুখ এবে !'

এত বলি মগডাল ধরি দেয় নাড়া,
কালপেঁচা উড়ে যায় পেয়ে সেই তাড়া।
'দেখো দাদু, বাবা দেখো, ভূত উড়ে যায়,
ভূত কোথা! এযে পেঁচা, দেখো সবে তায়
ভূত ভূত মনগড়া কথা বলো নাকো,
দেখোনি যা, তা নিয়ে চুপ করে থাকো।'
দাদু বাবা বলে, 'তুমি নেমে এসো লক্ষ্মী,
ভূত নয় জানি এবে ওযে এক পক্ষী।'

লাল কিশোর সৈনিক

হৈ হৈ রৈ রৈ কোলাহল
পথ মাঝে ছাত্রদল,
চলছে সবে স্কুলের পানে।
যেতে যেতে দেখে পথে,
ধুলো মাখা দেহ সাথে,
একটি পেরেক একখানে।
হাত দিয়ে ধুলো ঝেড়ে,
সব হাত ঘুরে ফিরে,
বুঝল এ অতি দরকারী।
কেমনে কে অকস্মাৎ,
ফেলিয়াছে অচিরাৎ,
যেতে যেতে পথের মাঝারি।

পথে দেখা মজুর ভাই,
তাকে ঘিরে নিল সবাই,
দিল সেই পেরেক তার হাতে।
মজুর ভাই ভালবেসে,
নিল সবে 'মিল' পাশে,
জুড়ে দিল পেরেক স্বহাতে।

বোতাম টেপার পর,
চলল মেসিন ঘর্‌ঘর্‌।
তাই না দেখে ছেলের দল
অবাক বিস্ময় চোখে
চেয়ে চেয়ে চেয়ে থাকে,
বুঝল শ্রম কভু নয়কো বিফল।

নারীবর্ষ

ঘর-কোণ ছাড়ি যেতে তার আড়ি মাথায় ঘোমটা বড়,
জবুথুবু বেশে থাকে হেশেলেতে সদা ভয়ে জড়োসড়ো।
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ভাবে মনে মনে এ যে ভাগ্যলিখন,
পুরুতের দল চাহে অবিকল ধর্মের সে মিলন।
এক পুরুষের নাহিতো দোষের শত নারী দাবীদার,
এক নারী যদি কভু লয় সঁপি আর কোনো পতি তার,
কাজির বিচার নেমে আসে তার জীবনের প্রতি পদে—
তবু শেষে হায় দিতে প্রাণ তায় প্রতিকার এই ভবে।
প্রতি সন হায় জন্ম দিতে মায় দেহ হয়ে গেছে ক্ষীণ,
ছেলে কিম্বা মেয়ে যারা আসে ধেয়ে হতে থাকে শুধু দীন
যারা আসে তার শুধু সিকিভার বেঁচে থাকে পৃথিবীতে,
শ্বাসদীর্ঘ মা'র শুধু হাহাকার রূপ নেয় সংগীতে।
বোরখায় মুড়ে চলে নিয়ে ঘুরে যথা পথ-ভিখারিনী,
শিশু বানাবার যন্ত্র শুধু সার যত সব অভাগিনী।
অবশেষে হায় তালাকেতে চায় পুরুষের চতুরালি,
পুত্র কন্যা দলে পথে পথে চলে খোরপোষ নাহি মানি।
নারী পুরুষের সম-অধিকার বাণী বিঘোষিত শর্তে,
কয়জনা নারী পায় সমাজেরই উচ্চ পদে ব্রতী হতে ?
সিরিমাভো গোল্ডা কিম্বা ইন্দিরা অথবা থ্যাচার,
পুরুষের গড়া তার হাতে মোড়া এক বিশেষ আকার।
মহাকাশ যুগে নারী মরে ভুগে সামন্ত বেড়িতে,
মুক্তির আশায় আকাশেতে চায় অরুণ রশ্মিতে।

প্রশ্ন

খোকা কয় তার মাকে ডেকে
'একটি কথার জবাব দাওনা, মা।
শুধু কেন মোরে আদর করো,
আর সবারে মোটেই করো না!
খিদে নেইকো জেনেও তুমি
কত যে দাও খাবার ভুরি ভুরি,
কত জামা আলনাতে মোর
তবু আনো নানান দোকান ঘুরি!
একটি শেলেট ভাঙলে আর এক
শেলেট আনার তড়িঘড়ি তাড়া,
বই-এর পাহাড় দেখলে সবার
হায়রে কপাল চক্ষু দিশেহারা!
কত ছেলে ক্ষিদের জ্বালায়
মরে মাথা কুটে,
কত ছেলে ন্যাংটা হয়ে
ঘোরে পথে ঘাটে!
পড়াশুনো নেইকো তাদের
নেইকো আপন কেহ,
তাদের বেলায় কোথায় তোমার,
উথলে পড়ে স্নেহ?'
মা শুনে কয় আদর করে,
'ওরে আমার সোনা,
এসব কথার কঠিন মানে,
নেইকো আমার জানা!

নেতাজি

সুরেন-বিপিন জ্বালামুখী বঙ্গভঙ্গ ক্ষণে;
তাপে যার লর্ড কার্জন ভঙ্গ দেন সে-রণে!

যা কিছু সব বিলিয়ে দিলেন দাতা চিত্তরঞ্জন;
চাষীর ঘরের ফজলুল হক সবার প্রিয় হন!

তিলক-গোখেল স্বরাজীরা উচ্চে ধরে শির;
বল্লভ-গোবিন লোহারীরা সতত অস্থির!

মোহন-জহর ব্যস্ত নিয়ে বিকিকিনি সওদা;
মরে যদি যাই তবে ভাই লুটিবে সব ফয়দা!

নেতা এরা তো জানে সবাই, তবু সে নেতা নয়;
নিজের কোলে ঝোল টেনে হায় আনে অবক্ষয়!

নেতা আছে একজন শুধু বসু সুভাষচন্দ্র;
নেতার নেতা তিনি ভাইরে নেতাজি নাম ধন্য!

অমর একুশ

একুশ তো নয় শুধুই কেবল বাংলাদেশের গান,
একুশ সবার হৃদয়ের মণি মহাজীবনের প্রাণ।
একুশ ফোটায় দূর পলাশের বনে বনে লাল ফুল,
একুশ জোয়ার আনে মানুষের ভেঙে দিয়ে মহাভুল।
একুশ মানে না দুর্যোধনের শাসন-শোষণ যত,
একুশ দামাল শিরে তুলি লয় শিকল ভাঙার ব্রত।
একুশ জাগায় ভাষা-সংস্কৃতি সুমহান বন্ধন :
একুশ জানায় হৃদয়-তন্ত্রীর সে-অমৃত মন্থন।

একুশের ভ্রূণ ছিল চোখ বুজে সোভিয়েত সংবিধানে,
গণমতে তাই ইচ্ছে হলে বিযুক্তি ঘটাতে জানে।
লেনিনের ছোট পায়ের আঘাতে চিৎপাত গ্রাসী রুশ,
হীরক জয়ন্তী বছরে তাদের পায়ে বিঁধে অঙ্কুশ।
একুশের গুঁতো গোটা সোভিয়েত ভেঙে হল খানখান,
একুশের আলো মিল করে দিল দু'টুকরো জারমান।
একুশ ধাক্কা দিয়েছিল দূর নগরনোকোরাবকে,
একুশ যাচ্ঞা কানাডার বুকে জাতিকৃতি রূপ ছকে।

একুশের বলে চেকস্লোভাকিয়া হল শেষে দুই জাতি,
চেক ও স্লোভাক নামেতে বিশ্বে নিল যে আসন পাতি।
একুশের দাবে যুগোস্লাভিয়া পুড়ে হল ছারখার,
সার্ভ, স্লাভ আর ক্রোয়েক নামেতে পরিচিত আর বার।
একুশের আলো হাতে বলীয়ান বসনিয়া পথ খোঁজে,
আপন সত্তায় শিকড়ের মূল নিজ অধিকার যোঝে।
একুশ মশাল জ্বলে দাউ-দাউ নত আফ্রিকা বুকে,
লাতিন 'ম্যারিকা শত চাপ তার তবু সেই দিকে ঝুঁকে।

একুশের সেই দীপ্তি ছিল ভিয়েত মায়ের বুকে,
দুনিয়াদারীর মাথা হল হেট পরাজিত গ্লানি মুখে।
একুশের দাপে দুই কোরিয়া বাড়ায় যে দুই হাত,
যত মতভেদ থাক দূরে থাক এক হতে প্রাণপাত !
একুশের গান শোনে কান পেতে দূর হতে ইয়েমেন,
বিভেদের বেড়া ভেঙে দেবে সব শুনে সেই বিগবেন !
নিগ্রোরা খোঁজে শিকড়ের মূল সফেদ শাসনকুলে,
কত তুগানিনি বলি হল হায় শ্বেত শঠতার মূলে !

একুশ একুশ নয়কো শুধুই বাঙালির অহঙ্কার,
একুশের ঢেউ পৌঁছে গেল বিশ্ববাসীর দ্বার !
একুশ হবেই সহস্র মনের শত সহস্র ভাষা,
একুশ মনের বন্দনা গায় একুশ প্রাণের আশা !
মাতৃভাষা-দিন হল বিশ্ব মাঝে একুশে ফেব্রুয়ারী,
জীবন জয়ের গান গাও সবে পরাণের ব্রতচারী !
ক্যানসার সম ভেদরেখা আর মানবে না পৃথিবীতে,
ভগে ভগে আর জন্ম নেবে না ভগীরথ বিপ্রতীপে !

মা বলবে কাকে

সবাই ভাবছো ছেলে ভালো
মেয়ে কভু নয়,
মেয়ে জনম বৃথা জনম
কুষ্ঠি-ছকে কয় !

ছক সে বানায় টিকিধারী
শাস্ত্রী মহাশয়,
ছকেতেই তার ছলাকলা
অন্য কিছু নয় !

সবাই যদি ভাই হয় তো
কে সে হবে বোন,
মামা মেসো হবে সবাই
মামি মাসি কোন্ !

ছেলে ছেলে বলে সবাই
পড়বে যে বিপাকে,
বাবায় বাবায় ছেয়ে যাবে
মা বলবে কাকে !

সুতো কেটে দ্যাখ

যদি এঁটে বসে রানী শুধু মুখে পাখিবুলি ;
পেছনে পুতুল নাচ পুরুষের অংগুলি ।

সিংহলে বন্দরনায়েক, ভারতে ইন্দিরা ;
পাকিস্তানে বেনজির, ফিলিপিন আকিনা !

ইজ্রায়েলে গোল্ডা মেয়ার, ব্রিটনী থ্যাচার ;
বাংলাদেশে খালেদা, শেখ হাসিনা আবার ।

মায়ানমারে সুউ কুই ভাগ্যে নোবেল পায় ;
মেনকা সোনিয়া হেথা উঁকি মারে তায় !

পপ, জাজ, ব্রেক ডান্স বাকি থাকে র‍্যাপ ;
আর কতকাল নাচবি ভবি, সুতো কেটে দ্যাখ !

সেরা পশু

দেখবি যদি আয়রে তোরা
আয় আয় আয় আয়,
পশুর সেরা বনের পশু
রেখেছি খাঁচায় !

পশুর থাকে চারটি থাবা
আর সব ঠিকঠাক,
এ পশু যে দু' হাত দু' পা
মাথা ভর্তি টাক !

পশুর সঙ্গে থাকেন পশু
ভণ্ডস্বামী নাম,
জগৎজোড়া জালিয়াতি
বসত ব্রজধাম।

বনের পশু খাই খাই খাই
খাবার পেলেই শান্ত,
ফাটুস ফুটুস ভুঁড়ি এদের
হয় না ক্ষিদের ক্ষান্ত।

আলিপুরের ডাইরিতে ভাই
নাই এ পশুর লেখা,
আফ্রিকার ঐ গভীর বনেও
যায় না এদের দেখা !

তবে থাক

পারবে কি দিতে বলো সেই রামরাজ,
মোহন গান্ধীর যেটা ছিল হৃদিমাঝ ?
তবে থাক থাক থাক,
তোমাকে পাঠিয়ে মোদের নেই কোনো কাজ !

পারবে কি গড়তে বলো স্বর্গের সে-সিঁড়ি,
আমৃত্যু রাবণ যেটা স্বয়ং পারেনি ?
তবে থাক থাক থাক,
তোমাকে পাঠিয়ে মোদের নেই কোনো কাজ !

যদি কভু মহাকাশচারী হতে চাই,
রাকেশ শর্মার মতো মিলবে তো ঠাঁই ?
তবে থাক থাক থাক,
তোমাকে পাঠিয়ে মোদের নেই কোনো কাজ !

মালকড়ি দিতে বলো পারবে কি পকেটে,
প্রত্যেক খেপে তোমরা যা করো সেনেটে ?
তবে থাক থাক থাক,
তোমাকে পাঠিয়ে মোদের নেই কোনো কাজ !

বানাবে কি মোরে বলো দাউদ-রশিদ,
ধর্ম্মনিরপেক্ষ যাদের বিমূর্ত প্রতীক ?
তবে থাক থাক থাক,
তোমাকে পাঠিয়ে মোদের নেই কোনো কাজ।

মিলবে কি বলো সেই শেয়ার দালালি,
হর্ষদসমান আলালের ঘরের দুলালী ?
তবে থাক থাক থাক,
তোমাকে পাঠিয়ে মোদের নেই কোনো কাজ।

ক্যাগি আমার ক্যাগি

ক্যাগি আমার ক্যাগি,
করবো তোকে ম্যাগি !

যার শীল যার নোড়া,
তার ভাঙিস্ দাঁতের গোড়া !
এবার ঘরছাড়া হবি রে তুই মহাবীর ত্যাগী !
ক্যাগি আমার ক্যাগি
করবো তোকে ম্যাগি !

দুধকলা দিয়ে পুষি,
কালসাপ দিবানিশি !
এবার জাঁতাকলে পিষে মেরে প্রমাণ করবো আমি জ্যাগি!
ক্যাগি আমার ক্যাগি
করবো তোকে ম্যাগি !

ত্রিতল শয়নযানে

গ্যাংটক ঘুরে মিরিকের দোরে ভ্রমি বরফের দেশে,
নেমে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ট্রেনে উঠিলাম শেষে।
দিন দশেকের ভ্রমণের জের ভাবিলাম হবে ক্ষান্ত,
ত্রিতল শয়নে বেঘোর নয়নে হইবে শরীর শান্ত।
বিধি বাম তাই সংরক্ষণ নাই ধূর্ত টিটিই'র চালে,
আমাদের যান অন্যে করি দান ত্রাতা সাজে কোন্ তালে!
সারা রাত ভর বিনিদ্র কাতর কাটাতে হইবে সায়,
মোর স্বামী তাই মুখে কথা নাই কর্তব্য-বিমুখতায়।
চারিদিক শুধু লোকজন ধূ ধূ যথা মরু বালুরাশি,
তদুপরি হায় দু'মেয়ের গায় দেখা দিল জ্বর-কাশি।
হয়ে নিরুপায় নারী কামরায় দ্বারস্থ হলাম শেষে,
কোনোমতে যদি হয় কারো মতি শুধু দয়াপরবশে।
কহিলাম তবে, 'আপনারা সবে আছেন ছজন হেথা,
মোর মেয়ে দুটি মেঝে 'পরে লুটি পড়ে রবে শুধু হোথা।'
মাঝারী বয়সী এক পটিয়সী শুনি ছাড়িল হুঙ্কার,
'নানা-নানা-নানা ওসব হবে না, ছাখো হে অন্য দ্বার!
কহিলাম আমি, 'শোনো গো ভামিনী কোথা এতটুকু স্থান?
মেয়ে দুটি মোর জ্বরেতে বিভোর যদি ত্রাণ বাঁচে প্রাণ।'
পনেরো টাকার গরমে তাহার জ্ঞান প্রায় দিশেহারা,
শত অনুরোধ বেড়ে ওঠে ক্রোধ ছোটে কথার ফোয়ারা!
ভ্রমণবিলাসী মহারাষ্ট্রবাসী জুড়ে ছিল সে-কামরা,
কহিল, 'মা, শোনো, নাহি চিন্তা কোনো রয়েছি ছ'জন মোরা।
দুটি যান তার মিলিবে অপার অসুস্থ মেয়ের তরে,
শুধু একরাত থাকিলে সজাগ মানুষ কভু না মরে।'

২

ক্যাগি আমার ক্যাগি

ক্যাগি আমার ক্যাগি,
করবো তোকে ম্যাগি !

যার শীল যার নোড়া,
তার ভাঙিস্ দাঁতের গোড়া !
এবার ঘরছাড়া হবি রে তুই মহাবীর ত্যাগী !
ক্যাগি আমার ক্যাগি
করবো তোকে ম্যাগি !

দুধকলা দিয়ে পুষি,
কালসাপ দিবানিশি !
এবার জাঁতাকলে পিষে মেরে প্রমাণ করবো আমি জ্যাগি !
ক্যাগি আমার ক্যাগি
করবো তোকে ম্যাগি !

ত্রিতল শয়নযানে

গ্যাংটক ঘুরে মিরিকের দোরে ভ্রমি বরফের দেশে,
নেমে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ট্রেনে উঠিলাম শেষে।
দিন দশেকের ভ্রমণের জের ভাবিলাম হবে ক্ষান্ত,
ত্রিতল শয়নে বেঘোর নয়নে হইবে শরীর শান্ত।
বিধি বাম তাই সংরক্ষণ নাই ধূর্ত টিটিই'র চালে,
আমাদের যান অন্যে করি দান ত্রাতা সাজে কোন্ তালে!
সারা রাত ভর বিনিদ্র কাতর কাটাতে হইবে সায়,
মোর স্বামী তাই মুখে কথা নাই কর্তব্য-বিমুখতায়।
চারিদিক শুধু লোকজন ধু ধু যথা মরু বালুরাশি,
তদুপরি হায় দু'মেয়ের গায় দেখা দিল জ্বর-কাশি।
হয়ে নিরুপায় নারী কামরায় দ্বারস্থ হলাম শেষে,
কোনোমতে যদি হয় কারো মতি শুধু দয়াপরবশে।
কহিলাম তবে, 'আপনারা সবে আছেন ছজন হেথা,
মোর মেয়ে দুটি মেঝে 'পরে লুটি পড়ে রবে শুধু হোথা।'
মাঝারী বয়সী এক পটিয়সী শুনি ছাড়িল হুঙ্কার,
'নানা-নানা-নানা ওসব হবে না, ছাখো হে অন্য দ্বার!
কহিলাম আমি, 'শোনো গো ভামিনী কোথা এতটুকু স্থান ?
মেয়ে দুটি মোর জ্বরেতে বিভোর যদি ছান বাঁচে প্রাণ।'
পনেরো টাকার গরমে তাহার জ্ঞান প্রায় দিশেহারা.
শত অনুরোধ বেড়ে ওঠে ক্রোধ ছোটে কথার ফোয়ারা!
ভ্রমণবিলাসী মহারাষ্ট্রবাসী জুড়ে ছিল সে-কামরা,
কহিল, 'মা, শোনো, নাহি চিন্তা কোনো রয়েছি ছ'জন মোরা।
দুটি যান তার মিলিবে অপার অসুস্থ মেয়ের তরে,
শুধু একরাত থাকিলে সজাগ মানুষ কভু না মরে।'

যথা অজিকার করিল স্বীকার হাসিমুখে ছ' আসন,
ছেড়ে দিয়ে তারা রাত ভর সারা রয় মেঝেতে আপন!
দেখিয়া তাদের নিঃস্বার্থ জের মুখে নাহি কোনো ভাষা,
দেবদূত প্রায় তারা মোর ঠায় যথা নিরাশার আশা।
মাঝরাত প্রায় মোর স্বামী তায় কহিল, 'দেখুন ভাই,
মানি সহৃদয় তবু একী হয় চোখে কারো ঘুম নাই!
সারারাত ধরি ঘুম পরিহরি বসি শুধু কামরায়;
উহাদের মাঝে, একজন পাঞ্জে কহে মোর স্বামী ঠায়,
'ঠিক আপনার মতন আমার আছে মেয়ে এক ঘরে।
আজ যদি তার হেন বিপাকার পড়িত বিভুঁই দোরে,
আপনি নিশ্চয় দিতেন আশ্রয় যথাসাধ্য আপনার;
তবে না তখন পেতাম যতন সেই সহমর্মিতার!
সহৃদয়তার দুটি হাত তার ধরি নিল মোর স্বামী,
করুণ নয়নে মারাঠার মনে যেন সে অন্তর্যামী।
মনে গেল পড়ি রবীন্দ্রনাথেরি কবিতার সে-বারতা,
পরীক্ষা-লগনে শিবাজির মনে স্বামী রামদাস-কথা।
ভিখিরীর বেশে গুরু তার শেষে নিল কাড়ি সব রাজ্য,
শুধু প্রতিনিধি হয়ে নিরবধি নহে কিছু তার ভোগ্য!
ত্যাগের এহেন মুরতি মহান দেখা নাহি যায় কোথা,
সেই শিবাজির সদ্বংশ বীর মারাঠারা আজি হেথা!
হাওড়ায় এসে ওরা অবশেষে মিলে গেল জনতায়,
তবু প্রাণভরা স্মৃতির পশরা উজ্জ্বল মণিকোঠায়!

ইয়েলতসিন কথামৃত

ইয়েলতসিন, ইয়েলতসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

মসকো এখন তোমার মুঠোয়,
গরবা তোমার পায়ের চেটোয়,
রুশীদের নাক উঁচু থাক চিরদিন!
ইয়েলতসিন, ইয়েলতসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

দোকনেরা সব নয়কো মানুষ,
তোমার কাঁধে ওড়ায় ফানুস,
যাযাবর নয় শুধু ওরা বেদুইন!
ইয়েলতসিন, ইয়েলতসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

হয় যদি রাতারাতি সবাই সমান,
তোমার তাহলে থাকে কোথায় সম্মান?
গোপনে শুধলে তাই মহাপ্রভু ঋণ!
ইয়েলতসিন, ইয়েলতসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

তৃতীয় বিশ্বের সব যত ছোটলোক,
মরে যদি ওরা তবে সবাই মরুক,
বোঝা বয়ে রুশ কেন হতে যাবে দীন!
ইয়েলতসিন, ইয়েলতসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

তার চেয়ে বরং মেদ ভুঁড়ি নিয়ে,
ওদের মতন করো দু' ডজন বিয়ে,
মাঝ রাতে নাইট ক্লাবে বাজাও সে-বীণ!
ইয়েলতসিন, ইয়েলতসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

বসুন্ধরা সম্মেলন

ধিতান ধিতান ধিতা বলতে পারেন কী তা ?
কত্তাবাবু সায় দিয়েছেন কাটতে যাবেন ফিতা !
ব্রাজিল দেশের মধ্যমণি রিওডিজেনিরো,
দূষণ-মুক্তির শপথ নিয়ে হবেন তিনি হিরো !
তা বলে তার কথায় অন্যে যদি না দেয় সাড়া,
দূষণ-ফুষণ চুলোয় যাক সব হবে ছন্নছাড়া !

ছোটলোক সব যখন তখন জন্মাবে বস্তিতে,
ওদের জ্বালায় থাকবে না কেউ একটু স্বস্তিতে !
গৌরী সেন সে-টাকা দেবে অবশ্য নিশ্চয়,
সুদে-মূলে কিস্তিতে তা শুধবেন মহাশয় !
যুক্তি তক্কো যতই করো যতই যাওনা বেঁকে,
একটি পয়সা মিলবে না তার পুঁজির থলি থেকে !
ফেলো কড়ি মাখো তেল, শোননি কি কথা ?
খাতক আমি চেঁচিও নাতো ধরে গেলো মাথা !

নির্বিকল্প সমাধিতে বাবা

পটল তুলেছে বললে একথা সবার মুণ্ড চটকাবো !
নির্বিকল্প সমাধিতে বাবা সে-কথা কি মনে ভাবো ?
চৈতন্যের ঘরে জন্ম তার কেউ কিবা সেটা জানো ?
অযোনিসম্ভূত বাবা তোমরা ক'জনাই বা তা মানো ?
বেদ-ভাষ্য সমতার বাণী শুধু তার মুখের কথা নয়,
বিশ্ববিপ্লবের কথা বাবাকে অহরহই ভাবতে হয় !
তাই 'চাবুক' হাতে রয়েছেন তিনি মুখে সাম্য গীত,
নেতাজির সনে এই নিয়ে তার মাঝে মাঝে বাতচিত !
ভগবান কভু মরে নাকো জেনো নশ্বর পৃথিবীতে,
আকাট মুখ্যুরা বুঝবে কী করে সেই গূঢ় তত্ত্ব নিজ চিতে ?
নাড়ি থেমে গেলে মরে না মানুষ একথা তো নিশ্চয়,
নির্বিকল্প সমাধিতে বাবা তার দিয়েছেন পরিচয় !
সকল প্রশ্নের অতীত তিনি এ-কথাটি মনে দিবো,
প্রশ্ন যদি কেউ করো তার চামড়া খিঁচে নিবো !
চৈতন্য তাঁর ভক্তকে দিলেন খোল আর করতাল,
বাবা দিয়েছেন আমাদের হাতে শাবল আর কোদাল !
শুধু তাই নয়, মনে রেখো তিনি রাজবংশীদের মতো,
গড়েছেন কতো ক্যাডার বাহিনী বোমা পিস্তল যতো !

পচাগলা ফোলা মরদেহ ধোয়া তার দেহামৃত জল,
খেয়ে খেয়ে হল আন্ত্রিক যত অভাগা শিষ্যের দল !
তবু বাবা ঠিক উঠবেন আহা প্রভাত সূর্যের মতন,
দেখাবেন যতো ক্যারামতি আর বুজরুকি সযতন !

একমাস পরে দাঁতগুলো তার মাড়ি হতে গেল খসে,
বসাল সে-দাঁত সযতনে এক চৈনিক ডাক্তার এসে।
ম্যাগট পোকায় কিলবিল দেহ ধরতে ঘেন্না করে,
এয়ারকুলার বরফের চাঁই তবু সেথা থরে থরে।
আতর মাখানো দাড়িগুলো তার একে একে খসে পড়ে,
অচলা ভক্তির উৎস চিত্ত তবু একচুল নাহি সরে।
সরকার বলে এ-সব তো ভাই ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যাপার,
ধর্মনিরপেক্ষ সবে মোরা তাই নাহি কিছু করিবার।
লাগ ভেলকি লাগ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ বাচ্চারা দাও তালি,
উঠবে এখুনি দেহটি বাবার নিয়ে চাম-জোড়াতালি।
অটোফোন ধরো, পাঠাও ফ্যাক্স যতো দূর পরবাসে,
অমর হয়েই থাকনা বাবা গিনেস বুকের লাশে।

নবোদয়

সহজ পাঠের তরে মোড়ে মোড়ে অশ্রুপাত—
রবীন্দ্রনাথের 'পরে এ হেন নির্মম আঘাত !
কক্ষনো কক্ষনো সহ্য করবো না কোনোমতে !
তবে একবিংশ কম্পুটার শিক্ষা-প্রীতি,
নবোদয় দিল্লীর কুহক আকাশ-গীতি,
কুর্নিশ জানাই তারে অভিনব খতে !
মাতৃদুগ্ধসম শিক্ষায় মাতৃভাষা জলাঞ্জলি,
প্রভুর নির্দেশে হয় যদি হোক কি বা ক্ষতি !
মেলে যদি পোড়ারুটি মালিকের আখেরেতে !!

ইনজিরি খোকা

কিণ্ডার গার্টেন পড়ে খোকা ব্রেনভিটা হাতে,
কথায় কথায় ইংরেজি গাল লিও গাড়ি সাথে !
ফান-স্কুল ভিডিও গেম কত কি তার ঠোঁটে,
কপিলদেবের মারের মতন দিগ্বিদিক ছোটে !
বাপকে বলে ড্যাডি আর মাকে বলে মামি,
ফি-বছর যে ফারাস্ট হয় সে জানে অন্তর্যামী !
গেল সেদিন সে মামাবাড়ি অজপাড়া এক গ্রাম,
মামার ছেলে মামীর মেয়ে তাই দেখে আটখাম !
নেংটিপরা ছোটলোক সব যেন আদিবাসী,
চলন-বলন দেখলে তাদের মুখে আসে হাসি !
ট্রামে-বাসে ট্রেনে-প্লেনে সে ফেরে যন্ত্র-তন্ত্র,
কিন্তু কোথা নাইকো হেন ইতর আর অভদ্র !
মামার ছেলের সঙ্গে সেদিন পাড়তে গেল আম,
লাল পিঁপড়ের কামড়ে তার ছুটে গেল ঘাম !
ফেরার পথে বাঁশের সাঁকোয় যেমনি দিল পা,
ধপাস করে খালের জলে পড়ল ধমাস ধা !
বহু কষ্টে টেনে তাকে তুলল গুড়ির ধাপে,
অশ্রাব্য বুলিতে তার পালায় ভূতের বাপে !
পরদিন ইনজিরি খোকা ফিরে যায় কলকাতা,
হাফ ছেড়ে বাঁচল সবাই গ্রাম্য রসিকতা !

নাসরিন তসলিমা

ইসলাম নয় শুধুই কেবল খুলেছো মুখোশ সব ধর্মের বজ্জাতি,
থর্ থর্ করি কাঁপে দেখি সব দুনিয়ার যত অন্ধ মৌলবাদী !
পাহাড়প্রমাণ সমুখে তোমার বাধা দলি তবু বলো, কে করিবে কিবা ?
অতি দুরন্ত দুর্জয় তুমি নাসরিন তসলিমা !!

নারীবাদী বলে অহরহ যারা মুখে আনে সেই সত্যযুগী বুলি,
যুগে যুগে তারা মানুষের চোখে পরায় কেবল কুহক মায়াবী ঠুলি !
সজোরে দুপায়ে লাথি মেরে মুখে হেঁটে চলো প· সুদূর সে নীলিমা !
অতি দুরন্ত দুর্জয় তুমি নাসরিন তসলিমা !!

লাখ টাকা দাম ধরে তব মাথা শুনি যত সব শূয়ারের বাচ্চারা,
নারীকে হারেমে পাঠিয়ে তারা নাচে ধেই ধেই গোঁফেতে হাসির ফোয়ারা!
তোমার গুঁতোয় জ্ঞানহারা শেষে মুখে তুলে রব, ত্রাহি মক্কা মদিনা !
অতি দুরন্ত দুর্জয় তুমি নাসরিন তসলিমা !!

তোমারে পুড়িয়ে মারবে এবার জোয়ান-এর মতো ফতোয়া করেছে জারি,
পায়ে পিষে মেরে রেখেছি যাদের কী সর্বনাশ ফোঁস করে সেই নারী !
কোতল করতে হবে যে এবার নতুবা রবে না সামাজিক পরিসীমা !
অতি দুরন্ত দুর্জয় তুমি নাসরিন তসলিমা !!

নারীর নধর মাংস খাইয়া বাগিয়েছে যারা মোটাসোটা মেদ ভুঁড়ি,
তোমার হাতের ত্রিশূলের 'ঘাতে হবে খান্‌খান্‌ নপুংসক যত মুড়ি!
তোমার কলম শমন ভেবেই ছুটে চলে সব করিতে গোপন বীমা!
অতি দুরন্ত দুর্জয় তুমি নাসরিন তসলিমা!!

ফেরেববাজের মুমিন ইমাম অঝোরে কাঁদে যে দিশেহারা তার চেলা,
বিষধর সাপ ফোঁস করে ওঠে ভাবি মনে মনে সাঙ্গ ভবের খেলা!
মৌলবাদীর পিণ্ডি চটকে সবার সামনে বানাবে যে তুমি কিমা!
অতি দুরন্ত দুর্জয় তুমি নাসরিন তসলিমা!!

লোডশেডিং

শেডিং শেডিং লোডশেডিং,
হাট টিমা টিম টিম !

দারিদ্র্য প্রাচুর্য্য দু'ভাই,
গর্বভরে করে সাফাই !

উপগ্রহ উড়ে শূন্যে,
বধূহত্যা চলে নিয়ে !

আণবিক বোমা ভারে,
হরিজন পুড়ে মরে !

শেডিং শেডিং লোডশেডিং.
হাট টিমা টিম টিম !

যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে

যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর !
অলীক স্বপ্নের জালে ফানুস উড়িয়ে
তারা বাঁধে শুধু ঘর ভাই বাঁধে শুধু ঘর !
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর !

অগ্নিগিরি ভূমিকম্প,
আনে মনে হৃদকম্প।
তারা বলে, দেবরোষ —
এসো মোর ঘর ভাই এসো মোর ঘর।
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর !

স্বরগের গুরুগুরু,
ভীত বুক দুরুদুরু !
তারা বলে, কান পেতে—
শোন দৈব স্বর ভাই শোন দৈব স্বর।
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর !

বন্যার করাল গ্রাস,
লুপ্ত করে মর্তবাস।
তারা বলে, বলেছি না—
দেবতার ভর ভাই দেবতার ভর।
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর !

দাবানল বনচিতা,
লেলিহান অগ্নিশিখা।
তারা বলে, ধ্বংস হবে—
আনো ভয়ডর ভাই আনো ভয়ডর!
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর!

সূরযের প্রতিভাস,
পৃথিবী তমস নাশ।
তারা বলে, দীপ্তি তার—
সবার ওপর ভাই সবার ওপর!
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর!

চাঁদের কিরণ ধারা,
ধরণী শীতল পারা।
তারা বলে, দেখ এসে—
করুণা নির্ঝর ভাই করুণা নির্ঝর।
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর!

নদীর অনন্ত ধারা,
জীবন পীযুষ পারা।
তারা বলে, ধন্য মানো—
জীবন অমৃতর ভাই জীবন অমৃতর।
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর!

একদিন শেষে শুনি,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি!
বলে তারা, গড় হও—
নারী কিম্বা নর ভাই নারী কিম্বা নর!
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর।

একে অন্যে যুঝাযুঝি,
অভিলাষ পূর্ণ আজি।
মুচকি হাসির রেখা—
গোঁফের ওপর ভাই গোঁফের ওপর!
যাদের দেবতা থাকে দূর আকাশেতে
তারা বড় ভয়ঙ্কর ভাই বড় ভয়ঙ্কর।

মহারানি

এক ছিল পাটরানি,
সদা চক্ষে ঝরে পানি।
তাই দেখে সেই রাজা
বলে মহিষীকে সোজা,
এত সুখে তুমি তবু
ভাসাও চোখের বান-ই

রানি বলে, কবো কি তা,
মনেতে নেই সুখলতা।
একটি দেশের রানিতে
মন ভরে না ফুর্তিতে।
জয় করি সব দেশ
মহারানী হব বেশ।
নইলে জীবনখানি
রাখবো না আর, স্বামী।

যথা আজ্ঞা হবে তথা,
বলে রাজা যুদ্ধকথা!
মন্ত্রী বলে, মহারাজ,
কেন হেন অপকাজ!
সৈন্য অতো পাবো কোথা?
রাজকোষও শূন্য তথা

রাজা বলে, মহারানি
চেয়েছে যা হবেই মানি !

অগত্যা সে-যুদ্ধ হয়,
রক্তনদী লোকক্ষয় ।
যুদ্ধ শেষে হয়ে কাবু,
বন্দী হন রাজাবাবু !

রানি খান ডিগবাজি,
নববধূ সাজে সাজি,
ধরি বিজয়ীর পাণি
শেষে হন মহারানি !

চার চক্রী

চার ধাপ শেষে দীনু হয় যে সন্ন্যাসী ;
হজ করে ফিরে আলি পেল নাম হাজী ;
আট পথ ঘুরে অনাথ পায় সে-নির্বাণ ;
পোপ নাম নিল জন ঘুরে ভ্যাটিকান !

চার চক্রী মিলায় হাত প্রতি পদে পদে ;
সভ্যতার মিছিলের অগ্রগতি রোধে ;
অপরাগ জানে, তবু হাল নাহি ছাড়ে ;
হোঁচট খেয়েও ফের খোঁড়ায় বারে বারে !

স্বপ্ন ত্যাখো

স্বপ্ন ত্যাখো—
মানুষের মতো সব কিছু জয় করতে,
কাপুরুষের মতো পড়ে থাকতে নয়।

স্বপ্ন ত্যাখো—
স্পার্টাকাসের মতো ভাঙতে শিকল,
কখনো সেই শিকল পরতে নয়।

স্বপ্ন ত্যাখো—
লুই এর বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করতে,
কখনো নতুন বাস্তিল গড়তে নয়।

স্বপ্ন ত্যাখো—
পোপের গ্রাস থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করতে,
কখনো ধর্মের নিগড় বাঁধতে নয়।

স্বপ্ন ত্যাখো—
ম্যাগনা কার্টার সনদে মুখরিত হতে,
পুরনো চিন্তায় আঁকড়ে থাকতে নয়।

স্বপ্ন দ্যাখো—
সমতা আর মুক্তির পথে এগুতে,
অসাম্য আর দাসত্ব বন্ধনে নয়।

স্বপ্ন দ্যাখো—
মার্কস এ্যাঙ্গেলস ইস্তাহারে.
শোষণ-বঞ্চনায় নিপীড়িত হতে নয়

স্বপ্ন দ্যাখো—
দেশে দেশে মুক্তিযুদ্ধ আর বিজয়-নিশান,
মড়কের মতো পড়ে থাকতে নয়।

ইরান

গায়ে কালো আলখাল্লা পরা,
মাথায় কালো সে-ফেট্টি মোড়া,
কালো ফকির কালো ঝুলিতে
এসেছে ভোলাতে কালো বুলিতে !

সাবধান ওহে সবে সাবধান,
ওর সাধ দিতে মই পাকা ধান !
শুনি সবে ওর মুখের বিড়বিড়,
ভুলিস নাকো থাকিস সবে স্থির !

পোল্যাণ্ড

বহু কষ্টে কাটা ধান
বৃন্তপ্রায় ঘেরা উঠান,—
খায় তারে বুলবুলি
করি নানা চুলোচুলি !
অসতর্ক হলে হায়
সাবাড় করিবে তায়।

তাই তো বলি প্রভুরে,
আর থেকো নাকো দূরে !
কাছে যদি নাহি যাও,
সোনা ধান হবে উধাও !

সব শেয়ালের একই রা

রাজা কহে, শোন ভাই,
ছিলাম ঈশ্বর ঠাঁই !
পাঠালেন তিনি হেথা,
সব ভালমন্দ দেখা !
আদেশ দিলেন মোরে,
তাই এসেছি সব দোরে !

পুরুত বলেন ডাকি সবে,
জন্ম মোর তারই আহবে !
আমি হলে তিনি হন তুষ্ট,
নচেৎ আমি মানি সবে দুষ্ট !
যদি কভু তাকে পেতে চাও,
মোর ইচ্ছা পূর্ণ করি দাও !

সামন্ত কয়, কী করে পুরুত,
আমি নইলে সবই ফুরুৎ !
মোর কাছে বাঁধা ওর টিকি,
আমা হতে দিই ওকে সিকি !
তাই যদি চাও পরিত্রাণ,
সবে মোর কর গুণগান !

পুঁজিপতি বলে, ওহে ভাই,
বদ গন্ধ ওদের সব গায় !
সব ব্যাটা গাঁটকাটা চোর,
পরের সম্পদে বিভোর !
আমি ওদের বাবার বাবা,
মরবি খেয়ে সোনার থাবা !

বঙ্গভঙ্গ

হয়নি কোনো মতে সে যে উনিশ শ' পাঁচে,
হল সাতচল্লিশে তাই আরো বড়ো ধাঁচে,
কার্জনের ভূত মাউন্টব্যাটনের গায়ে !

সুরেন-বিপিন-তিলক-বাণে,
রবির দীপ্ত স্বদেশী গানে,
লর্ড মাথা হেঁট হল জাত-কুল ক্ষয়ে !

মোহন-জহর-বল্লভ-গোবিন্দ,
ভারতীয় আর আর সব মোহন্ত,
গড় হল 'ব্যাটনের পদে রয়ে সয়ে !

সবটা

আমি দেখেছি যে তারে,
কিন্তু সবটা দেখিনি ;
আমি শুনেছি সে-কথা,
কিন্তু সবটা শুনিনি !

আমি পড়েছি বইটা,
কিন্তু সবটা পড়িনি ;
আমি ধরেছি কাজটা,
কিন্তু সবটা ধরিনি !

আমি হেঁটেছি সে-পথ,
কিন্তু সবটা হাঁটিনি ;
আমি খেটেছি যে-কত,
কিন্তু সবটা খাটিনি !

আমি ছেড়েছি ও-লাইন,
কিন্তু সবটা ছাড়িনি ;
আমি নিয়েছি সে-ধার,
কিন্তু সবটা ধারিনি !

আমি শিখেছি যে-পাঠ,
কিন্তু সবটা শিখিনি ;
আমি লভেছি ও-ফল,
কিন্তু সবটা লভিনি !

আমি সঁপেছি যে-মন,
কিন্তু সবটা সঁপিনি ;
আমি বুঝেছিও কত,
কিন্তু সবটা বুঝিনি।

আমি যে-পথ ধরেছি,
সে-পথে যাইনি ;
তাই চেয়েছি যা-সব
তার কিছুই পাইনি !

ছারপোকা ও পিপীলিকা

মনুষ্য রুধিরপুষ্ট এক ছারপোকা
চলিয়াছে ধীর গতি স্মরি তার মোকা !
পিপীলিকা পিছু পিছু তাড়া করি হায়
ছারপোকা পুচ্ছ ধ.র রক্ত টানি খায় !
ছারপোকা বলে, ভাই ওহে পিপীলিকা,
আপন ব্রতীতে কেন আন বিভীষিকা ?
কেন নাহি কর নিজ ভাগ্য অন্বেষণ,
ছাড়ি দিয়া তব হেন পাপ অকারণ ?

পিপীলিকা কহে, ওহে ছারপোকা ভাই,
যা কহিলে, দেখ ভাবি, তোমাতেও নাই !
আমরা সবাই হেথা শত্রু-মিত্র জ্ঞানে,
একে বধি অন্যে সদা বধ্য মনে জেনে !
নিদ্রাঘোরে তুমি নররক্ত খাও লেটে,
তন্দ্রাঘোরে আমি সেই রক্ত নিই চেটে !

সবাই কিছু লুকোই

শুধু তুমি নও বা আমি নই,
আমরা সবাই কিছু লুকোই!
সব নয় কিছুটা বটে,
তত নয় যতটা রটে!
ঘটনা-কবর-সিন্ধুতলে
রটনা-করোটি কথা বলে!
তবু তাকে মারি টুটি টিপে,
নির্বাসিত করি কোনো দ্বীপে;
মুছে যায় জানি সে একাকী,
লেশ তার থাকে নাকো বাকি!
ব্যক্তি সমষ্টির তলে লীন,
একাকী নিঃসঙ্গ মলিন!
সমষ্টির কত কথা জানি,
ব্যক্তির গোপন তীর হানি,
ইতিহাস রচে পদে পদে,
এদিক ওদিক বাঁকা নদে!
'আজি'-র লেখা কাল ভুল,
'কালি'-র লেখাও সমতুল!

সংলাপ

'নাহ্ আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই!'
'কী বললে, ভুল করেছ তেই!'
'তুচ্ছাই, কী যে করি!'
'কী বললে, দুঃখ জীবনভরই!'
'ধেৎ, যত্ত সব বাজে!'
'কী বললে, লাগিনি কোনো কাজে!'
'নাহ্ কিচ্ছু ভাল্লাগে না।'
'কী বললে, দিয়েছি যাতনা!'
'কথায় নিকুচি করেছি!'
'কী বললে, শুধু মুখোস ধরেছি!'
'সব বাজে কথা যত্তো!'
'কী বললে, হয়নি মনের মতো!'

রাজহাঁস ও পাতিহাঁস

রাজহাঁস বলে পাতিহাঁসে,
কিবা ছিরি তোর পরকাশে !
সাদাকালো যেন চূণকালি,
কে যে তোর গায়ে দিল ঢালি !
ছোটলোক প্রায় চলাফেরা,
অজাত-কুজাত সঙ্গ ঘেরা !
চোরা বক মাছরাঙা আর,
সাথি তোর নেইকো বিচার ;
রাজকীয়ভাবে আমি চলি,
রাজোপম সুরে কথা বলি !
দেবীর আসন করি ধন্য,
পূজে মোরে সবে সেই জন্য !

পাতিহাঁস বলে, রাজহাঁস,
তব সম নাহি মোর আশ !
সকলের সনে মিশে থাকি,
কেউ মোরে দেয় নাকো ফাঁকি !
জলেতে কুমির বাঘ ডাঙে,
মচকায় তবু নাহি ভাঙে !
বড় হলে দেখি বড় জ্বালা,
হার মানিবার দ্রুত পালা !
তার চেয়ে ছোট থাকা ভালো,
সবার মনেতে জ্বলা আলো !
ছোট হয়ে আছি ছোট সনে,
তাই মোরে দেখে সবজনে !

মহাকাশী আর্তনাদ

শিশির মাখানো ঘাস
রক্তনদী চাপ চাপ
মহাকাশী আর্তনাদ বিপ বিপ বিপ বিপ !